তদন্ত কমিটিগুলোরই তদন্ত দরকার

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তদন্ত করতে দুই বছরে ২৫টিরও বেশি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোনো তদন্তের রিপোর্ট আজো আলোর মুখ দেখেনি। দু'-একটি রিপোর্ট রুদ্ধদ্বারে পেশ করা হলেও রাখা হচ্ছে হিমাগারে। এতে দুর্নীতি, অনিয়ম ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আরো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বেশ কিছু প্রভাবশালী শিক্ষক এ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকায় রিপোর্ট পেশ ও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলে জানা গেছে।

জানা যায়, সাবেক ভিসি অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫টিরও বেশি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কোনো তদন্ত রিপোর্ট যথাযথভাবে প্রকাশ হয়নি। বিভিন্ন সময় সংঘঠিত সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, চাদাবাজি, ছিনতাই এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক অসংখ্য জালিয়াতি ঘতিয়ে দেখতেই মূলত এসব তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কাগজ-কলমে তথা অফিশিয়ালভাবে এসব কমিটি শক্তিশালী হিসেবে অভিহিত করা হলেও বাস্তবে এসবের কার্যকারিতা খুজে পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশের জন্য সাত থেকে ১৫ দিন বা তারও বেশি সময় বেধে দেয়া হলেও মাসের পর মাস এমনকি বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। তারপরও প্রকাশ হয়নি কোনো রিপোর্ট। এতে হতাশা দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষক জানান, আমরা তদন্তের রিপোর্ট জমা দিয়েছি কিন্তু কোনো রিপোর্টই প্রকাশ করা হয়নি।

২০০৫ সালের ২৪ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা কমিটির হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. শাহজাহান আলীর কাছ থেকে এক ছাত্র তার সাত-আট বন্ধু নিয়ে 'মুক্তিযোদ্ধা কোটার কাগজপত্র ছিনতাই করে ওই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। এ রিপোর্ট পেশ করে শাস্তি হিসেবে দোষী ছাত্রের বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সুবিধাবাদী হিসেবে পরিচিত তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বিশেষ ক্ষমতাবলে অপরাধীদের ক্ষমা করে দেন। এতে অপরাধীরা আরো সাহস পেয়ে যায় এবং বিভিন্ন সময় জোর করে মেডিকাল সেন্টারের অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে মাগুরা, ঝিনাইদহ ও লালন শাহ সেতুর পাশে নারী, মদ ও জুয়ার আড্ডা জমিয়ে আসছে বলে জানা গেছে। একই বছর ১৪ মে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী এদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হলে ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রুহুল আমিনকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এরা এ কমিটির সব সদস্যকে রিপোর্ট প্রকাশ করলে হত্যা করার হুমকি দেয়। এতে ওই কমিটির কাজ আর অগ্রসর হয়নি। ফলে আজো এর বিচার হয়নি বলে জানা গেছে।

২০০৫ সালের ২৪ জুলাই ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের বিএসসি (সম্মান) চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও বিভাগের শিক্ষক বাবলী সাবরিনা আজহারের দ্বারা ফাস হওয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলে কেমিস্ট্রি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এম আলাউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এর রিপোর্ট পেশ করা হলেও প্রকাশ করা হয়নি। একই বছর ২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবনের সামনে চিকিৎসা কেন্দ্রের অ্যাম্বুলেন্স ভাংচুর করে কিছু সন্ত্রাসী। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও ওই কমিটি এখনো রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারেনি। ২০০৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সরবরাহের অভিযোগে বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রছাত্রী চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যাপক ভাংচুর করে। তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। ১৪ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট নামে একটি সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রমের বিভিন্ন অভিযোগে ক্যাম্পাসে তোলপাড় সৃষ্টিসহ ছাত্রী হলগুলোতে বিক্ষোভ শুরু হয়। এতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তদন্ত রিপোর্ট রাখা হয়েছে অন্ধকারে।

গত বছর ১৭ মার্চ রাতে দৈনিক প্রথম আলোর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি তার নিজ কক্ষে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করলে আবাসিক শিক্ষক ড. রেজাউল করিমকে আহ্বায়ক করে নামকাওয়াস্তে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করলেও আজো এ রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। তদন্ত রিপোর্ট ভিসির কাছে জমা দিলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ আছে।

তাছাড়াও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস ও টেলিফোন অফিস ভাংচুরসহ বিভিন্ন ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিও কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি।

এভাবে বিভিন্ন সময় গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ না করায় এবং কিছু কিছু রিপোর্ট পেশ করলেও দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় পার পেয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত চক্র। ফলে দিন দিন ক্যাম্পাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনিয়ম, জালিয়াতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মসলেম উদ্দিন বলেন, তদন্তের মাধ্যমে কয়েকটি ঘটনার সুরাহা হয়েছে, কয়েকটির হয়নি।

ট্রেজারার প্রফেসর ড. আনোয়ারুল করীম বলেন, যতো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ভালো হোক মন্দ হোক সব রিপোর্ট পেশ করা উচিত।

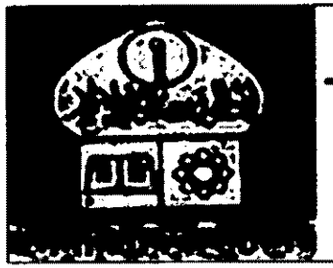

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্নীতি, অনিয়ম ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তদন্ত করতে দুই বছরে ২৫টিরও বেশি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোনো তদন্তের রিপোর্ট আজো আলোর মুখ দেখেনি

প্রথম আলো

তারিখ 25 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২